ঔপনিবেশিক কালে নারী শিক্ষা বিস্তারে ভারতীয়দের ভূমিকা

উনবিংশ শতকের নবজাগরণ এর প্রভাবে প্রভাবিত শিক্ষিত উদারনৈতিক যুবকেরা স্ত্রী শিক্ষার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এদের আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।একদিকে ছিলেন রামমোহন রায় রাধাকান্ত দেব গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার এর মত ব্যক্তিরা যারা মনে করতেন নারী শিক্ষার প্রতি প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্রের কোনো বিরোধ নেই,এবং রক্ষণশীল প্রথার সমর্থক হয়েও তারা কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করেছিলেন।

অপর পক্ষে ছিলেন রাধানাথ শিকদার প্যারীচাঁদ মিত্র কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির মত রাডিক্যাল সংস্কারপন্থীরা, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ভেদ না করে মেয়েদের শিক্ষার জন্য যারা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

১৮২০ সালে রামমোহন রায় *সতীদাহ* বিষয়ক পুস্তিকায় স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে তার আগ্রহের কথা আমরা জানতে পারি।রক্ষণশীল হিন্দুদের নেতা হওয়া সত্ত্বেও রাজা রাধাকান্ত দেব শ্রী শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। ড্রিংক ওয়াটার বেথুন তাকে আধুনিককালে স্ত্রী শিক্ষার পথিকৃৎ বলে বর্ণনা করেছেন। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি প্রথম তার বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮২২সালে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার এর *স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক* গ্রন্থটিতে ভদ্র ঘরের মেয়েদের জন্য প্রকাশ্য শিক্ষাদানের পরিবর্তে ,অন্তঃপুরে শিক্ষার প্রচার করা হয়।অবশ্য দরিদ্র অসহায় মেয়েরা প্রকাশ্য উন্মুক্ত স্থানে শিক্ষা গ্রহণ করলে পরে সেই শিক্ষাকে অর্থোপার্জনের কাজে লাগালে সেক্ষেত্রে তার আপত্তি ছিল না।

বাংলা নবজাগরণের সব নেতাই নারীর ভূমিকা ও মর্যাদা কে আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। নারীর সমস্যা সমাজের প্রগতি প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সংস্কার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সেইসব অন্যায় প্রতিকারের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে যা কোনো না কোনোভাবে

পরিবার বা নারীর মর্যাদার সঙ্গে জড়িত। বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ বিরুদ্ধে এবং স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে প্রবন্ধের রচিত হয়।**১৮৩৮** সালে যে **জ্ঞানান্বেষণ সভা** প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে শিক্ষিত যুবকরা বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। যেখানে হিন্দু মহিলাদের শোচনীয় অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়।/১৮৩১ সালে *সমাচার দর্পণ* প্রকাশিত একটি পাঠকের চিঠির মাধ্যমে শ্রী শিক্ষার সমর্থনের প্রতি জনসমর্থন লক্ষ্য করা যায়।

যদিও স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে নব্য বঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে কোন প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। নারীর স্বাভাবিক পরিসর লাভ করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কে তারা উপলব্ধি করেননি।ভদ্রলোক সংস্কারবাদীরা মনে করেছিলেন যে ,কিছু লেখা পড়া নারী সম্প্রদায়ের উপকারে আসবে। তা ভালো জননী ও সঙ্গিনী হতে সাহায্য করবে এবং তাতে সনাতন আদর্শ অব্যাহত থাকবে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষিত স্বামীরা তাদের মানসিক চাহিদা পূরনের জন্য মহিলাদের শিক্ষিত করার দিকে মনোযোগী হয়েছেন।অতএব পুরুষদের প্রয়োজনেই মেয়েদের শিক্ষিত হতে হবে এবং তার জন্যই তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ইংরেজি বিদ্যালয় ।যেমন বেথুন বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা ইডেন স্কুল ইত্যাদি।কোনভাবেই শিক্ষাবিস্তারের প্রথম পর্যায়ে মহিলা স্বয়ম্ভরতা প্রশ্নটি যুক্ত করা হয়নি যে কারণে শিক্ষার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু টিকে স্থির রাখা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষার সঙ্গে অন্য সামাজিক প্রশ্নগুলোকে উপযুক্তভাবে যুক্ত করা যায়নি।যেমন বাল্যবিবাহ, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের মেয়েদের বিদ্যাচর্চার বয়স এবং স্ত্রী ও জননীর হওয়ার বয়স । অপরিণত বিবাহকে দূর করার কোনো চিন্তা সমসাময়িক সমাজসংস্কারকরা করেননি। এইপর্বে মেয়েদের শিক্ষালাভ ,ভারতীয় শিক্ষিতদের শুধুমাত্র একটি বর্গের মনোকামনা পূরণ করেছিল।